

শান্তা ও অন্তঃধর্মীয় বিবাহ প্রসঙ্গ

প্রদীপ দেব

১

২১ জুন ২০০৬, ‘সংবাদ’ সাংবাদিক শান্তা সুলতানা’র মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। শান্তা সুলতানাকে আমি চিনতাম না। কিন্তু শান্তা প্রসঙ্গো প্রফেসর অজয় রায়ের লেখা ‘শান্তা নামের সেই মিষ্টি মেয়েটিকে আমি চিনতাম’ লেখাটি মুক্তমনা’য় প্রকাশিত হবার পর শান্তা আর অপরিচিত নন আমার কাছে। মুক্তমনায় শান্তা প্রসঙ্গো আলোচনা চলছে প্রফেসর রায়ের লেখাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই। এখনো চলছে সে প্রাণবন্ত আলোচনা।

২

সাংবাদিকতায় শান্তা কেমন সফল ছিলেন, বা মানবাধিকার রক্ষায় তাঁর সংগ্রাম ও অবদান সবকিছু ছাপিয়ে মুক্তমনার আলোচনায় যে প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে - তা হলো শান্তা মুসলমান হয়েও একজন হিন্দু ছেলে (আশীষ বিশ্বাস)কে বিয়ে করেছিলেন, ব্যক্তিগত ধর্মের অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন নিজেদের মানবিক ধর্মকে। সাধুবাদ জানাই শান্তার মানবধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও সে বিশ্বাস প্রয়োগের সাহসকে।

৩

বাংলাদেশ ও ভারতের রক্ষণশীল সমাজে অন্তঃধর্মীয় বিয়েতে সমস্যা অনেক। সে সামাজিক ও আইনী সমস্যা নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলছে ও চলছে মুক্তমনার পাতায়। পৃথিবীর সকল সমাজেই এরকম সমস্যা আছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অন্তঃধর্মীয় বিয়ে হয়েছে অনেক। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত কেবল তাঁদের খবরই আমরা রাখি। যেমন, রামেন্দু মজুমদার ও ফেরদৌসি মজুমদার দম্পতি। আমার ধারণা ছিলো তাঁদের কেউই ধর্মান্তরিত হননি। কিন্তু জানতে পারলাম রামেন্দু মজুমদার ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন, পরে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। তার মানে তাঁদের বিয়েটা অন্তঃধর্মীয় বিয়ে নয়। লেখক ও বিতর্কিক বিরূপাক্ষ পালের স্ত্রী একজন মুসলমান। বিয়ের আগে বিরূপাক্ষ পাল মুসলমান হয়েছিলেন কিনা আমি জানিনা।

মানবাধিকারের প্রবল বক্তা সুমন চট্টোপাধ্যায় সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করার আগে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছেন (কবীর সুমন)। সুমিতা দেবী যখন জহির রায়হানকে বিয়ে করেন, তখন প্রথমে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন, পরে বিয়ে। শমি কায়সার যখন রিজোকে বিয়ে করেন - রিজো আগে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হন, পরে বিয়ে। এরকম প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সেক্ষেত্রে শান্তা ও আশীষের বিয়েটাকে মনে করা হয়েছে - নিজ নিজ ধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখেই করা হয়েছে। এবং সেজন্যই মুক্তমনার পাতায় এত আলোচনা। শান্তা ও আশীষের সাহসিকতার প্রশংসা করছি আমরা সবাই।

৪

কিন্তু এ সপ্তাহের সাপ্তাহিক ২০০০ (৭ জুলাই, ২০০৬)এ প্রকাশিত প্রতিবেদন ‘তরুণ সাংবাদিক শান্তার মৃত্যু - হত্যা না আত্মহত্যা’-য় দেখা যাচ্ছে শান্তার স্বামী বিয়ের আগে এফিডেভিট করে মুসলমান হন এবং ‘হাসান বিশ্বাস’ নাম নেন। সে নামেই শান্তার সাথে বিয়ের কাবিন হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নাকি আশীষ

আরো একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। প্রতিবেদনটি পড়ার পর শান্তার স্বামী আশীষ বিশ্বাসকে খুব একটা মুক্তমনের মানুষ বলে মনে হয় না। যদিও বিচারে সাজা হওয়ার আগ পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। আবার বিচারব্যবস্থাও যেখানে ভজুর সেখানে উচিত-অনুচিত অনেকটাই নির্ভর করে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

সে যাইহোক - শান্তা মারা গেছেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন - নাকি কেউ তাঁকে খুন করেছে - তা জানা যাবে একদিন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় - শান্তার বিয়েটা কি খুব বৈপ্লবিক কিছু ছিলো? বিয়ের ব্যাপারে শান্তা কি আদৌ কোন বৈপ্লবিক কাজ করেছেন? আশীষকে বিয়ে করার পেছনে খুব আদর্শের কোন কিছু কাজ করেছিলো কি? নাকি আমরা অহেতুক হৈ চৈ করছি শান্তা ও আশীষের বিয়ে নিয়ে?

৫

সাপ্তাহিক ২০০০ এর প্রতিবেদনটি সংযুক্ত করলাম এখানে।

তরুণ সাংবাদিক শান্তার মৃত্যু

হত্যা না আত্মহত্যা

সুমিত হক

মাত্র সাত মাস আগে দৈনিক সংবাদের নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শান্তা সুলতানা। এই অল্প সময়ে মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে অফিসের সবার তো বটেই, সাংবাদিক মহলে এবং পাঠকের মাঝেও বেশ পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কেউই জানতেন না যে গত ১৮ জুন সংবাদে ছিল তার শেষ অফিস। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিকভাবে বাসায় ফিরে যান শান্তা। পরদিন অফিসে না আসায় সহকর্মী ও বন্ধুরা ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরের দিন ২০ জুন মোহাম্মদপুরের ভাড়া বাসা থেকে উদ্ধার করা হয় শান্তার লাশ। আরম্ভ হয় হেঁচ। শান্তার পরিবারের দিক থেকে এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলা হতে থাকে। অভিযোগের আঙ্গুলি উঠছে শান্তার স্বামী আশীষ বিশ্বাসের দিকে। গত পহেলা জুলাই রাত ১১টায় মোহাম্মদপুর থানায় শান্তার মৃত্যুর ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। শান্তার বড় বোন শাহীদা সুলতানা বাদী হয়ে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় এ হত্যা মামলা (নং-৪/০১-০৭-০৬) দায়ের করেন। মামলায় শান্তার মৃত্যুকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে হত্যাকাণ্ডের নায়ক হিসেবে স্বামী আশীষ বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করা হয়েছে। কয়েকজন অজ্ঞাতনামা সহযোগীর কথাও বলা হয়।



সালোয়ার কামিজ পরিহিতা শান্তা ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন। হাঁটুর কাছে পা দুটো বাঁকা হয়ে মেঝের সঙ্গে বেশ কিছুটা লেগে ছিল। গলায় যে ওড়না পেঁচানো ছিল, তার বাঁধনও ছিল খুব আলগা। ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যে সাত আটটি লক্ষণ দেখা যায়, তার কোনোটিই শান্তার লাশের ক্ষেত্রে ছিল না।

লাশ উদ্ধার

লাশ উদ্ধারকারী এবং এ ঘটনার তদন্তে র দায়িত্বে থাকা মোহাম্মদপুর থানার কর্মকর্তা গোলাম রসুল উদ্ধারকালীন লাশের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ‘সালোয়ার কামিজ পরিহিতা শান্তা ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন। হাঁটুর কাছে পা দুটো বাঁকা হয়ে মেঝের সঙ্গে বেশ কিছুটা লেগে ছিল। গলায় যে ওড়না পেঁচানো ছিল, তার বাঁধনও

ছিল খুব আলগা। ঘাড় ভাঙেনি, শরীরে কোনো বর্জ্য পদার্থও পাওয়া যায়নি। তবে শরীর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হয় দু’এক দিন আগের মৃত্যু হবে। শরীরের ডান উরুতে আঘাতের কালচে দাগ ছিল।’ পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাটি তদন্ত করছে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি। সমিতির তদন্ত কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম সফরজও লাশের সুরতহাল রিপোর্টের বর্ণনা

দিয়ে বলেন, ‘ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যে সাত আটটি লক্ষণ দেখা যায়, তার কোনোটিই শান্তার লাশের ক্ষেত্রে ছিল না। এমনকি তার ঘাড় পর্যন্ত ভাঙেনি। ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের হওয়া সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু শান্তার শরীরে কোনো বর্জ্য পদার্থ ছিল না।’

শান্তার ভাড়া বাড়ির চারতলায় বাস করেন রেহানা। তিনি অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাছে প্রথম ঘটনাটি শুনে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেন। লাশ ঝোলানো অবস্থা থেকে নামানোর সময় পুলিশ উপস্থিত মহিলাদের ডাকেন ধরার জন্য। তখন তিনি এগিয়ে যান। রেহানা জানান, ‘নামানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গন্ধ পাওয়া যায়। তার ওপর লাশ অনেক ফোলা ছিল।

মনে হয় ঘটনা ২/১ দিন আগের।’ রেহানার স্কুলপড়ুয়া ছেলে জানান, ‘আন্টিকে শেষ দেখেছি রোববার রাত বারোটায়। বাবা তখনও ফেরেননি। আমাদের কলিংবেল নষ্ট। তাই গেটে অপেক্ষা করছিলাম। আন্টিকে দেখলাম বাসার সামনের রাস্তায় ক্রমাগত পায়চারি করছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “এতো রাতে এখানে কি করো?” বললাম, “বাবার জন্য।” এরপর দেখলাম



স্বামী আশীষ শান্তার গলাটিপে ধরেছে : এটা ছিল খুনভটি। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও সুরতহাল রিপোর্ট দেখে অনুমান করা হচ্ছে এটা আত্মহত্যা নয় হত্যা

তিনি ফোনের দোকানে ঢুকলেন। এরমধ্যে বাবা চলে আসে। আমিও বাসায় চলে যাই। আবার ওই রোববারই সকালে আন্টিকে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আঙ্কেলকে দেখেছি কম্পিউটার আর একটা ব্যাগ নিয়ে রিকশায় করে যাচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবার মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক তরুণ প্রতিবেশী সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, ‘রোববার রাতে আমি একটা জরুরি ফোন করতে দোকানে আসি। তখন ওনাকে দেখেছি। উনি ৪ মিনিটের মোবাইল কলের বিল দিয়েছেন। আর ফোনে বার বার তিনি কাউকে সরি বলছিলেন।’

প্রতিবেশীরা আরো জানান যে সেদিন সবার উপস্থিতিতে পুলিশের সামনে কাজের মেয়ে বিউটি একবার বলেছিল যে রোববার রাতে খালু ৪/৫জন লোক নিয়ে এসেছে। এরপরই সে আবার বলে, ‘আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। আর কিছু বললে খালু (আশীষ বিশ্বাস) আমাকে মারবে।’ বিউটি লাশ উদ্ধারের সময় প্রতিবেশীদের আরও জানিয়েছে, ‘খালু (শান্তা) ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। আমি ৩ দিন ধরে না খাওয়া।’ যে কক্ষ শান্তার লাশ পাওয়া যায়, ঐ রুমেই পাওয়া গেছে শান্তার স্বামী ও আরেকটি লোকসহ এক মেয়ের বেশকিছু ছবি। কাজের মেয়ে বিউটি আরো জানায়, ‘এই ছবির মেয়েকে কেন্দ্র করেই গত কিছুদিন ধরে শান্তা ও তার স্বামীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল।’

স্বামী আশীষ পলাতক

শান্তার মৃত্যুর ঘটনার দিন থেকে আশীষ

বিশ্বাসের আত্মগোপন থাকা ও ঘটনার আগে পরে তার কিছু অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে তার প্রতি সন্দেহ জোরাল হচ্ছে। শান্তার স্বামী আশীষ বিশ্বাসের কর্মস্থল গণসাক্ষরতা অভিযানের ডেপুটি ম্যানেজার (প্রশাসন) আকরামুল হকের কাছে এরকম কিছু ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। তিনি জানান যে আশীষ কুমার বিশ্বাস ১৯ ও ২০ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও মাগুরায় গিয়ে আবার ২১ তারিখে অফিসে জয়েন করার কথা। কিন্তু সে এখনো ফেরেনি। বরং ২০ তারিখে আশীষের বন্ধু পুলক রাহা আশীষের অফিসকে জানান যে ফরিদপুর থেকে ফোন করে আশীষ নিজেই তাকে মৃত্যুর শান্তার সংবাদ জানিয়েছে। তিনি আরো জানান, ‘ফরিদপুর থেকে কন্টিনেন্টাল কুরিয়ারে পাঠানো এক চিঠিতে এক মাসের বেতন ছাড়াই একমাসের ছুটির আবেদন জানিয়েছে আশীষ।’

১৯ জুন অফিসের গাড়িতে করেই আশীষ মাগুরায় জানান। গাড়ি চালক ইউনুস জানিয়েছেন যে রাত দেড়টার দিকে মাগুরার কাজ শেষ হলে ঢাকায় ফেরার পথে অসুস্থ মা-কে দেখার জন্য আশীষ ফরিদপুর হাসপাতালে নেমে যান। আর ইউনুস ফিরে আসেন ঢাকায়। আকরামুল হক জানান, ‘পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রশাসন পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।’

কয়েকটি প্রশ্ন

ঘটনার তিনদিন পর শান্তার বাসায় মহড়া দেন মোহাম্মদপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গোলাম রসুল, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্ত কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম সুরজ। এ সময় সেখানে শান্তার

বোন ম্যাজিস্ট্রেট শাহীদা সুলতানা শিল্পীও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্ত কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম সুরজ জানান, ‘এই মহড়া এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য নিশ্চিত করেছে যে, এটা অপরাধজনক মৃত্যু। বিশেষ করে বিছানা থেকে ফ্যানের উচ্চতা ৬৮ ইঞ্চি। আর শান্তার উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। শান্তার বড় বোনের উচ্চতা তার চেয়ে ১ ইঞ্চি কম। মহড়ায় দেখা গেছে বিছানা থেকে কোনো রকমে তিনি ফ্যানের বডি স্পর্শ করতে পারছেন। কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে তো ফ্যানের সঙ্গে নট বাঁধতে পারা সম্ভব না। আবার লাশ উদ্ধারের দিন শান্তার এক আত্মীয়ের মোবাইল ফোনে তোলা কিছু ছবি পাওয়া গেছে। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরিপাটি বিছানার একপাশ ঘেঁষে শান্তা প্রায় হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ফাঁসির জন্য ব্যবহৃত ওড়নার নটটা বেশ আলগোছে গলার একদিকে সরে আছে। সাধারণত আত্মহত্যার ঘটনায় দেখা যায় নটটা গলার পেছনে থাকে এবং ঘাড় ভেঙে যায়। এর একটিও শান্তার ক্ষেত্রে ঘটেনি। যে কক্ষ থেকে শান্তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে সে কক্ষের দরজা বাইরে থেকেই ছিটকিনি খোলা ও বন্ধ করা সম্ভব। মহড়ায় মোহাম্মদপুর থানার আইও গোলাম রসুল নিজে বাইরে থেকে বন্ধ করে ও খুলে দেখেন।’ অপরাধ বিশেষজ্ঞ আলফা জামান নকীব শান্তার লাশের ছবি দেখে সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, ‘ফিজিক্যাল এভিডেন্সের আলোকে আত্মহত্যার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে কোনোভাবে হত্যা করা হয়েছে।’

শান্তার বোন শাহীদা সুলতানা জানান, আশীষের পালিয়ে থাকাই তার অপরাধ প্রবণতার সবচে’ বড় প্রমাণ। আশীষকে গ্রেপ্তার করা হোলে সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলেই সে বাসায় কোনো জিনিস নেই। আশীষ আগেই সব সরিয়ে রেখেছে। সারা ঘরে কোথাও কোনো টাকা পয়সা নেই। এমনকি শান্তার ছোট্ট একটা পার্সে ওর টাকা থাকত। সেটাও

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস খাচ্ছেন না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগ্রহীত সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

২২/১৫, ষিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753

কোথাও নেই। ওর হাতে সব সময় বিয়ের একটা ছোট সবুজ পান্না বসানো সোনার আংটি থাকতো, ডেডবডির সঙ্গে সেটিও পাওয়া যায়নি। শান্তার নিজের কালো নোকিয়া মোবাইল সেটিও বাসায় পাওয়া যায়নি। গণসাক্ষরতা অভিযানের ড্রাইভার ইউনুস তথ্য দিয়েছে, ১৯ জুন ট্যুরে যাওয়ার সময় আশীষের হাতে দুটো মোবাইল সেট ছিল— এর একটি কালো রঙের নোকিয়া সেট। ফিজিক্যাল এভিডেন্স, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, ড্রাইভারের দেওয়া সব তথ্য বিবেচনা করে এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না।’

শান্তার চাচা গোলাম মোস্তফা জানান, ‘ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেয়েছি। অপেক্ষায় আছি ভিসেরা রিপোর্টের। হত্যা-আত্মহত্যা যাই হোক না কেন তার স্বামী আশীষই এর জন্য দায়ী। এখন ভিসেরা রিপোর্ট পেয়ে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব।’ প্রসঙ্গত ভিসেরা রিপোর্ট ছাড়াই খুব দ্রুত যেনতেন একটি ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। এ রিপোর্টের সঙ্গে লাশের সুরতহাল রিপোর্টের কোনো মিলই নেই। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির তদন্ত কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম সুরঞ্জ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে বলেন ‘এ রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। কারণ সুরতহাল রিপোর্টের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। এখন ভিসেরা রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রয়োজনে আবারও ময়নাতদন্তের আবেদন জানাব।’

তিনি জানান, ‘আশীষের অফিসের ড্রয়ারে পাওয়া গেছে শান্তার সঙ্গে তার বিয়ের কাবিন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের একটি এফিডেভিট কপি। সেখানে আশীষের মুসলিম নাম— হাসান বিশ্বাস। অথচ আশীষের অফিস গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ডেপুটি ম্যানেজার (প্রশাসন) আকরামুল হক জানিয়েছেন যে তারা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি সে অফিসকে গোপন করেছে। এমনকি এফিডেভিট কপিতে ‘হাসান বিশ্বাস’ নামটির ওপর ওভাররাইট করে নিজে আশীষ বিশ্বাস নামটি লিখে রেখেছে। এতে বোঝা যায় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সে ধর্ম পরিবর্তন করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শান্তাকে বিয়ে করার আগে ‘৯৮ সালে আশীষ আরেকটি মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এ সময় তার আবাস ছিল নর্থ সার্কুলার রোডের ৬৩ নম্বর বাসার দোতলায়। তখন সেই মেয়েটির ঠিকানা ছিল ৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট। এটিও ছিল প্রেমের বিয়ে। কেবল এই বিয়ে করার জন্যই আশীষ এফিডেভিট করে মুসলিম হয় বলে তার সেই বিয়ের এক সাক্ষী জানিয়েছে। ওই সাক্ষী আরও জানায়, আশীষের কারণেই বিয়ের ৩/৪ মাসের মধ্যেই তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। এরপর প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে ১৯৯৯ সালের ৩ মার্চ আশীষ বিয়ে করে শান্তাকে।’



সাহায্যের আবেদন

আমি ডা. মোঃ হুমায়ুন কবীর, গবেষণা কর্মকর্তা প্লানিং ইউনিট (ডব্লিউ, এইচ ও সেল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকায় কর্মরত। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে ৩১/০১/২০০৬ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে গ্যাসট্রো এন্টারোলজি বিভাগে চিকিৎসাধীন ছিলাম। গত ৩ এপ্রিল, All Indian Institute of Medical Science (AIIMS) Delhi-তে ভর্তি হই। Conservative Treatment-এর পর জানতে পারি আমার লিভার প্রতিস্থাপন

জরুরি। ইতিমধ্যে লিভার ক্যান্সারে রূপ নিয়েছে। এ পর্যন্ত চিকিৎসা বাবদ ১৯ লাখ টাকা খরচ হয়েছে যা আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড ও আত্মীয়স্বজন থেকে নেয়া হয়েছে। আমার লিভার Transplantation প্রতিস্থাপনের জন্য ৬০-৭০ (ষাট থেকে সত্তর) লাখ টাকার প্রয়োজন, যা অতিসত্বর Sir Ganga Ram Hospital, New Delhiতে Transplantation করতে হবে। বর্তমানে আমার পক্ষে এতো টাকা জোগাড় করা নিতান্তই অসম্ভব ও দুরূহ ব্যাপার। আপনি/আপনার প্রতিষ্ঠানের কাছে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

ডা. মোঃ হুমায়ুন কবীর
গবেষণা কর্মকর্তা প্লানিং ইউনিট (ডব্লিউ, এইচ ও সেল)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
বাড়ি নং-১৩, রোড নং-২, ব্লক-এ
বনশ্রী আবাসিক এলাকা, রামপুরা, ঢাকা।
ফোন : ৭২৮৬৩৯৮, মোবাইল : ০১৭১১৮৩৭৬৮৫

সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৪০১/১৮
ডা. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সোনালী ব্যাংক
বাড্ডা শাখা, ঢাকা

তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা

অভিযোগ পাওয়া গেছে, ঘটনার পরই এই চক্র নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ফোন করে শান্তা আত্মহত্যা করেছে, তার স্বামী আশীষ খুব নিরীহ, শান্তা খুব জেদী ছিল প্রভৃতি তথ্য প্রচার করতে থাকে। শান্তার লাশ উদ্ধারের এক দেড়ঘন্টার মধ্যেই এই চক্রের ফোন পৌঁছে যায় ঢাকার প্রায় সমস্ত জাতীয় দৈনিকের অফিসে। জানা গেছে, আশীষের বন্ধু বলে পরিচিত একজন যুবকের তৎপরতা খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে। শান্তার বাসায় উদ্ধার করা বেশ কিছু ছবিতে এই যুবকের সঙ্গে শান্তার স্বামীর ঞ্ফপ ছবি পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্ত বোর্ড গঠনের সময় এই যুবককে অপর একজন সঙ্গীসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছোট্টাছুটি করতে দেখা যায়। আরো অভিযোগ

উঠেছে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগের দিনও তারা দীর্ঘ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বৈঠক করেন ময়নাতদন্তের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের সঙ্গে।

মোহাম্মদপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গোলাম রসুল সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, ‘তদন্তের জন্য শান্তার স্বামী আশীষকে আমাদের প্রয়োজন, আমরা তাকে খুঁজছি। হত্যা মামলার পর তাকে গ্রেপ্তার করাই আমাদের মূল দায়িত্ব ছিল। শান্তার বাসায় লাশ উদ্ধারের দিন শান্তার চাচার মাধ্যমে আশীষের সঙ্গে একবার কথা হয়। সে জানায় সে তখন ফরিদপুর থেকে ঢাকা ফিরছে। এরপর বার বার যোগাযোগ করেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। শান্তার মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা জোর তদন্ত চালাচ্ছি। তদন্তে র স্বার্থে আপাতত সবটা বলা যাচ্ছে না।’